ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 148 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৪৮ ● কলকাতা ● ১৮ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● মঙ্গলবার ● ০২ জুন ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ দিবসেই বাংলায় নরেন্দ্র মোদি!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলায় আসছেন নরেন্দ্র মোদি। আগামী ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করবে বঙ্গ বিজেপি। সরকারিভাবে ওই দিবস পালনের বিষয়েও কথা হচ্ছে। সেই হিসেবে ওই দিনই বাংলায় প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে আসছেন, সেই জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, আগামী ২১ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠান এই শহর কলকাতাতেই হবে।আর সেই পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বাংলায় আসছেন, অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকতে পারেন! সেই জল্পনা জোরালো হয়েছে। আগামী ২১ তারিখ রবিবার। সেজন্য বাংলায় প্রধানমন্ত্রীর আসার সম্ভাবনা ২০ জুন। তেমনও মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে টানাপোড়েন হয়। সেসময় রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পয়লা বৈশাখের দিন ১৪ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। রাজ্য সরকারের তরফে ওই দিন সেই দিবস পালনও হয়েছে। যদিও বঙ্গ বিজেপির তরফে ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস আলাদা করে পালন করা হয়েছে। এবার পালাবদলের

এরপর ৪ পাতায়

পর্ব 307

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এরকম সমর্পণ করার পরে আমি তাঁকে ধীরে ধীরে বুঝতে লাগলাম। তিনি আমাকে ভিতরে যাওয়ার জন্য প্রেরণা দিচ্ছিলেন আর তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আমাকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া আর ভিতরে যে শিববাবার শক্তির ভাণ্ডার আছে, তার অনুভব করার দেওয়া।

ক্রমশ

তৃনমূলের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও সদস্যর বাড়ী থেকে পর্যাপ্ত লুকিয়ে রাখা ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার করলেন বিজেপি নেত্রী মাধবী মহলদার

সমতুল নস্কর,
সুন্দরবন দক্ষিণ 24 পরগনা

গত পয়লা জুন দক্ষিণ 24 পরগনার কুলতলী ব্লকে কাঁটামারী হাসপাতাল পরিদর্শনে এসেছিলেন বিজেপি নেত্রী মাননীয়া মাধবী মহলদার মহাশয় , এবং এই হাসপাতালের বিভিন্ন উন্নতির জন্য আলোচনা করেন ও সেই সময় জানতে পারেন। দেউলবাড়ী দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটামারী গ্রামের, তৃণমূল মেম্বার মিলন নস্কর ও পঞ্চায়েত সমিতি কর্মাধ্যক্ষর পূর্ণেন্দু হালদারের বাড়িতে পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী সহ পঞ্চায়েতের বিতরন করার জন্য সরকারী মালপত্র লুকিয়ে রেখেছেন। যাহা আম্পূন, বুলবুল -ইয়াসের মত বিপর্যয়ের ত্রাণ সামগ্রী ।

এই খবর পেয়ে সাথে সাথে বিজেপি নেত্রী মাধবী মহলদার মহাশয়া ,কুলতলী থানার সাথে যোগাযোগ করেন ও পুলিশ নিয়ে গতকাল রাতে কর্মাধ্যক্ষ পুর্ণেন্দু হালদার সহ পূর্ণেন্দু ভন্নীপতি অর্ধেন্দু নাইয়া , পঞ্চায়েত মেম্বার মিলন নস্করের বাড়ী তল্লাশি চালিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ ত্রিপল চট ত্রান সামগ্রী উদ্ধার করেন ।উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেত্রী মাধবী মহলদার মহাশয়া ,স্থানীয় মন্ডলের সভাপতি কৃষ্ণ ঢালী সহ একাধিক বিজেপী নেত্রীত্ব। আরো প্রকাশ থাকে যে এই প্রতিবাদী মাধবী মহলদার মহাশয়া সদ্য সমাপ্ত হওয়া বিধানসভা নির্বাচনে ,কুলতলী বিধানসভায় বিজেপি মনোনীত প্রার্থী ছিলেন হেরে গেছেন। কিন্তু লড়াই প্রতিবাদ থেকে সরে আসেনি। মাধবী দেবী বলেনআমি হেরে গেছি কিন্তু হারিয়ে যায়নি ,দীর্ঘদিন বিজেপি করে এই শিক্ষা পেয়েছি । তিনিআরো বলেন কুলতলীর সাধারণ মেম্বারের বাড়িতে যদি এত সরকারী ত্রাণ সামগ্রী লুকানো থাকে তাহলে বড় মাথা দের বাড়ি আরো কত আছে? এর বিচার করবে কুলতলীর জনগণ।

শরীর ঠিক নেই, সই-কাণ্ডে সিআইডির তলবে ভবানীভবনে হাজিরা দিচ্ছেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভায় বিধায়কদের স্বাক্ষর সংক্রান্ত বিতর্কে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাও তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। শনিবার সকালে তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বাসভবনে পৌঁছে নোটিস দেয় সিআইডি। সোমবার দুপুর ১২টায় ভবানী ভবনে তাঁকে তলব করা হয়।তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র স্বাক্ষরের নমুনা সংগ্রহই নয়, সংশ্লিষ্ট চিঠিতে কোন পরিস্থিতিতে স্বাক্ষর করা হয়েছিল, সেই সময় কী প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছিল এবং বিতর্কিত স্বাক্ষরগুলি সত্যিই তাঁদের নিজের কিনা - এই সমস্ত বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় নথিপত্রও পরীক্ষা করে দেখেছেন তদন্তকারীরা।

কিন্তু তিনি তলবে সাড়া দেবেন কিনা, তা নিয়ে জল্পনা ছিল। তবে ইতিমধ্যে জানা গেছে, তিনি আজ ভবানী ভবনে হাজিরা দিচ্ছেন না।

শনিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে নাটকীয় ঘটনা ঘটে। 'ভোট-পরবর্তী হিংসায়' নিহত এক দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সোনারপুরে

এরপর ৩ পাতায়

সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে পরিষেবা শুরু, প্রথম দিনেই যাত্রীদের অভিজ্ঞতা জানতে বাসে সফর মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের

স্মৃতি সামন্ত, কলকাতা

রাজ্যের গণপরিবহণ ব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত পরিষেবা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মহিলা যাত্রী সরাসরি উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। কর্মজীবী মহিলা, ছাত্রী, গৃহবধূ থেকে শুরু করে প্রবীণ নাগরিক— সকলের যাতায়াত খরচ কমাতে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে দাবি প্রশাসনের।

পরিষেবা শুরুর প্রথম দিনেই প্রকল্পের বাস্তব চিত্র খতিয়ে দেখতে বিশেষ উদ্যোগ নেন অগ্নিমিত্রা পাল। গড়িয়াহাট মোড় থেকে রুবি পর্যন্ত সরকারি বাসে সফর করে তিনি

সরাসরি মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা শোনেন।

বাস সফরের সময় বহু মহিলা যাত্রী এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তাঁদের বক্তব্য, প্রতিদিন অফিস, কলেজ বা বিভিন্ন কাজে যাতায়াতের জন্য যে খরচ হয়, এই প্রকল্প চালু হওয়ার ফলে সেই আর্থিক চাপ অনেকটাই কমবে। বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে পরিষেবা শুরু, প্রথম দিনেই যাত্রীদের অভিজ্ঞতা জানতে বাসে সফর মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের

কাছে এই পরিষেবা অত্যন্ত উপকারী হবে বলেও মত প্রকাশ করেন তাঁরা।

মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বাসের ভিতরে যাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে পরিষেবার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে খোঁজ নেন। কোথাও কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না, টিকিট সংক্রান্ত ব্যবস্থা ঠিকঠাক চলছে কি না এবং বাসকর্মীরা যাত্রীদের যথাযথ সহযোগিতা করছেন কি না— সেই বিষয়গুলিও তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বলেন, "মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা ও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দিন থেকেই যাত্রীদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ভবিষ্যতে পরিষেবাকে আরও উন্নত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"

(২ পাতার পর)

শরীর ঠিক নেই, সই-কাণ্ডে সিআইডির তলবে ভবানীভবনে হাজিরা দিচ্ছেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিক্ষোভ ও হামলার মুখে পড়েন তিনি। পরে চিকিৎসার জন্য তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে দুটি বেসরকারি হাসপাতালই তাঁকে ভর্তি নেয়নি। বলা হয়, আঘাত গুরুতর নয় তাই বিশ্রাম নিলেই হবে। বর্তমানে তাই অভিষেক বাড়িতেই রয়েছেন।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য হাজিরা দিতে পারছেন না বলে সিআইডি-কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন তিনি। হাজিরার জন্য অন্য তারিখ চাওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

এরই মধ্যে তদন্তকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পাঁচ সদস্যের একটি সিট (বিশেষ তদন্তকারী দল) গঠন করেছে সিআইডি। এই বিশেষ তদন্তকারী দলের নেতৃত্বে রয়েছেন সিআইডি-র ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিক। অভ্যন্তরীণ নির্দেশের ভিত্তিতে এই দল গঠন করা হয়েছে। আলাদা করে কোনও সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। তবে তদন্তের গুরুত্ব বিবেচনা করেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

গোটা বিতর্কের সূত্রপাত বিধানসভায় জমা পড়া একটি চিঠিকে ঘিরে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচন সংক্রান্ত চিঠিতে কয়েকজন বিধায়কের স্বাক্ষর নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অভিযোগ, কিছু স্বাক্ষরের সত্যতা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। সেই কারণেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে রাজ্য বিধানসভার পক্ষ থেকে হেয়ার স্ট্রিট থানায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে কলকাতা পুলিশ। পরে তদন্তে সহযোগিতার জন্য যুক্ত হয় সিআইডি। তদন্তকারীদের মূল লক্ষ্য, সংশ্লিষ্ট স্বাক্ষরগুলি আদৌ সংশ্লিষ্ট বিধায়কদের কি না এবং পুরো প্রক্রিয়ায় কোনও অসঙ্গতি বা অনিয়ম ঘটেছে কি না, তা নির্ধারণ করা। এই মামলার তদন্তে ইতিমধ্যেই একাধিক বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সিআইডি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ, বাহারুল ইসলাম। তাঁদের বক্তব্য নথিবদ্ধ করার পাশাপাশি স্বাক্ষর সংক্রান্ত বিভিন্ন নথিও খতিয়ে দেখা হয়েছে।

শপথ নিলেন বাংলার নতুন ৩৫ মন্ত্রী, কারা হলেন পূর্ণমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে রাজ্যের নতুন মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ। মন্ত্রীদের নাম ঘোষণা করলেন মুখ্যসচিব মনোজ অগ্রবাল। সোমবার সকাল ১১টায় লোক ভবনে শপথ নিলেন বিধায়করা, একইসঙ্গে শপথ নেন পূর্ণ, স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত এবং প্রতিমন্ত্রীরাও।৯ মে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন

শুভেন্দু, তাঁর সঙ্গেই পাঁচ জন মন্ত্রীও শপথ নেন। এ বার পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠিত হল। লোকভবনে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ২৫০ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ক্রীড়াজগৎ, বিনোদন জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ ছিল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে। মোট তিনটি পর্যায়ে হবে শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান। প্রথমে ১৩ জন পূর্ণ মন্ত্রীর শপথ গ্রহণ, তারপর প্রতিমন্ত্রী ও স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের

এরপর ৬ পাতায়

লাভপুরে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা জাল লটারি উদ্ধার, তৃণমূলের বুথ সভাপতি সহ গ্রেফতার ২

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লাভপুর: প্রায় ষাট লক্ষ টাকার জাল লটারির টিকিট-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করল লাভপুর থানার পুলিশ। ধৃতরা উত্তম মালাকার ও মহম্মদ রফিক। রফিক লাভপুরের তৃণমূলের বুথ সভাপতি বলে জানা গিয়েছে। উত্তম মালাকারের নাম আগেও জাল লটারির টিকিট-কাণ্ডে জড়িয়েছিল। গ্রেফতারও হয়েছিলেন তিনি।প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে কোতয়ালি থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে জাল লটারি সহ ৮ জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পুলিশের দাবি, ভুয়ো লটারির চক্রের জাল রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে ছড়িয়ে থাকতে পারে। কোথায় এই টিকিট ছাপা হচ্ছে, কী ভাবে তা বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এবং কারা কারা এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, সবকিছুই তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন।পুলিশ জানায়, ধৃতদের নাম উত্তম মালাকার ও শেখ মহম্মদ রফিক। উত্তম মালাকারের বাড়ি চৌহাট্টায় এবং রফিক লাভপুরের হীরাপুর গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রফিক সংশ্লিষ্ট গ্রামের তৃণমূলের বুথ সভাপতি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে লাভপুরের চৌহাট্টা থেকে ষষ্ঠীনগরের দিকে মোটরবাইকে করে আসছিলেন উত্তম মালাকার ও রফিক। তাদের বাইকটি দেখে সন্দেহ হতেই আটকায় পুলিশ। তল্লাশি চালানোর পরে বাইকের মধ্যে থেকে প্রায় ষাট লক্ষ টাকার জাল লটারির টিকিট উদ্ধার হয়েছে। গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর ছিল। সেই খবর পেয়েই তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। এই বিপুল পরিমাণ জাল লটারির টিকিট নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে গ্রেফতার করা হয়েছে ২ জনকে। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার ধৃতদের বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

সম্পাদকীয়

অসমের নলবাড়ি হত্যা মামলায় মূল অভিযুক্তের মৃত্যু হল পুলিশের গুলিতে

দিন কয়েক আগে অসমের মুকালমুয়ারের অন্তর্গত গাংপুরে এক হামলার ঘটনা ঘটে। সেই হামলায় মধুরজ্য বর্মণ নামে ১৯ বছর বয়সি এক তরুণের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হয় ১৭ বছর বয়সি এক কিশোরী। সেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই অসম জুড়ে ক্ষোভের জন্ম নেয়।মধুরজ্য নলবাড়ি আঞ্চলিক ছাত্র সংসদের নেতা ছিলেন। কেন তাঁদের উপর হামলা চালালেন রোজ়, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ওই কিশোরীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়তে চেয়েছিলেন রোজ়। কিন্তু তা নিয়ে টানাপড়েন হওয়াতেই এই হামলা। তবে পুরো বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। হামলার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।অভিযোগ, মধুরজ্য এবং খুড়তুতো বোন বাড়ি ফেরার পথে হামলার মুখে পড়েন। অভিযোগ ওঠে রোজ় আলি নামে এক যুবক রয়েছেন এই হামলার নেপথ্যে। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার হয় রোজ়। যে ছুরি দিয়ে তিনি হামলা চালিয়েছিলেন, তা খুঁজতে অভিযুক্তকে নিয়ে অভিযানে বার হয়েছিল পুলিশ।

জানা গিয়েছে, সোমবার অস্ত্রের খোঁজে রোজ়কে নিয়ে অভিযানে নামে পুলিশ। যেখানে অস্ত্রটি লুকানো ছিল, সেখানে যায় তারা। অভিযোগ, অভিযান চালানোর সময় পুলিশের কবল থেকে পালানোর চেষ্টা করেন রোজ়। শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি। অভিযুক্তকে ঘায়েল করতে গুলি চালায় পুলিশ। সেই গুলিতে আহত হন অভিযুক্ত। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকেরা তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তেইশতম পর্ব)

যাত্রা করে এবং গ্রামের পর গ্রাম পাড়ি দিতে থাকে। এই অবস্থায় মৃতদেহ পঁচে যেতে শুরু করে এবং গ্রামবাসীরা তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন মনে করতে থাকে। বেহুলা মনসার কাছে প্রার্থনা অব্যাহত রাখে। তবে মনসা ভেলাটিকেই কেবল ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে।ভাসতে ভাসতে ভেলা এসে পৌছালো এক ঘাটে, যেখানে প্রতিদিন স্বর্গের ধোপানি কাপড় ধোয়। বেহুলা সেখানে এক অবাক কাণ্ড দেখলো। ধোপানি কাপড় ধুতে এসেছে একটি ছোট শিশুকে নিয়ে। শিশুটি দুরন্ত, সারাক্ষণ দুষ্টুমি করে। ধোপানি এক

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(১ম পাতার পর)

পশ্চিমবঙ্গ দিবসেই বাংলায় নরেন্দ্র মোদি!

পরে সরকারিভাবেই ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের জোর সম্ভাবনা আছে। সেখানেই প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জল্পনা। সেই কথা আগেই ঘোষণা হয়েছে।

পালাবদলের উপহার পেল কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ! এবার যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠান বাংলায় হবে। সেই কথা সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। রেড রোড ও সংলগ্ন এলাকাতেই হতে চলেছে এই অনুষ্ঠান। আয়ুষ মন্ত্রক সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। প্রায় লক্ষাধিক মানুষের অংশ গ্রহণের সম্ভাবনা। এই নিয়ে রাজ্যের তরফে চূড়ান্ত তৎপরতা শুরু হয়েছে। সেই আবহে শোনা যাচ্ছে, ২১ নয় ২০ জুনই বাংলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী! ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করে বঙ্গ বিজেপি। এবার রাজ্যে পালাবদলে বিজেপি সরকার গঠন করেছে। ওই দিনই সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন হবে বিজেপির পক্ষ থেকে। সেই বিষয় জোরালো হয়েছে।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শনি তার মারক দৃষ্টি দিয়ে শিব কে দেখলেন । উভয়ের দিব্য দৃষ্ট জ্যোতিঃ সারা মহাকাশ আচ্ছাদিত হল । এবার শিব তাঁর ত্রিশূলের প্রহারে শনি অবচেতন করলেন । নিজ পুত্রকে মৃত ভেবে শোক গ্রস্ত হলেন এবং শনির জীবন দানের জন্য প্রার্থনা অনুনয় বিনিময় করতে লাগলেন ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সই জাল কাণ্ডে এড়িয়েছেন হাজিরা, ফের অভিষেকের বাড়িতে সিআইডি, চলছে ভিডিওগ্রাফি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে সিআইডি। সই জাল কাণ্ডে আজ, সোমবার তাঁকে ভবানী ভবনে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ১৫ দিনের সময় চেয়ে রাজ্য গোয়েন্দাদের কাছে আবেদন জানান অভিষেক। কিন্তু এর মধ্যেই ফের তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছে যান সিআইডি আধিকারিকরা।বিধানসভায় সই বিতর্কে উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। এহেন বিতর্কের মধ্যেই এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহা স্পিকারকে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তার ভিত্তিতেই হেয়ার স্ট্রিট থানায় বিধানসভার সচিবালয় অভিযোগ জানায়। শুধু তাই নয়, পুলিশমন্ত্রী হিসাবে বিষয়টি জানার পরেই ঘটনায় সিআইডিকে তদন্তে যুক্ত করার নির্দেশ তিনি দেন বলে এদিন নবান্নে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এহেন মন্তব্যের কয়েক মিনিটের মাথায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহাকে বহিস্কারের সিদ্ধান্ত তৃণমূলের। শুধু তাই নয়, সেই তদন্তের সূত্র ধরে শনিবারের পর আজ, সোমবার ফের অভিষেকের বাড়িতে সিআইডি।করা হয় গোটা বাড়ির ভিডিওগ্রাফি। তদন্তকারীদের দাবি, কোথাও কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। সবটাই ক্যামেরাবন্দি করে রাখা হয়েছে। এরপরেই একটি নোটিস ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে ধরানো হয়েছে বলে খবর।

শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ১৫ দিনের সময় চেয়ে রাজ্য গোয়েন্দাদের কাছে আবেদন জানান অভিষেক। কিন্তু এর মধ্যেই ফের তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছে যান সিআইডি আধিকারিকরা। করা হয় গোটা বাড়ির ভিডিওগ্রাফি।

বিরোধী দলনেতা নির্বাচনে তৃণমূল বিধায়কদের স্বাক্ষরে গরমিল ধরা পড়ায় বিধানসভার সচিব এফআইআর দায়ের করেছিলেন। তার ভিত্তিতে সিআইডি তদন্তে নেমে একাধিক বিধায়ককে নোটিস ধরায়। এ প্রসঙ্গে নোটিস দিয়ে তলব করা হয় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। শনিবার তিনি এই নোটিস পাওয়ার পর সোনারপুরে মৃত দলীয় কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার পথে ব্যাপকভাবে জনরোষের শিকার হন। তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম-জুতো ছোড়া, জামা ছিঁড়ে মারধর করা হয়। মাথায় হেলমেট থাকায় ছোড়া ইটের আঘাত থেকে বেঁচে যান। পরে দুটি হাসপাতালে অভিষেকের চিকিৎসা হয়। আপাতত তিনি বাড়িতেই হাসপাতালের পরিকাঠামোয় বিশ্রামে রয়েছেন। চলছে পেন কিলার-সহ একাধিক ওষুধ।

এই অবস্থায় ভবানীভবনে গিয়ে হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয় বলে সিআইডিকে জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আইনজীবীদের পরামর্শেই এই চিঠি পাঠানো হয়। এহেন চিঠি পাওয়ার পরেই ডায়মন্ডহারবারের সাংসদের বাড়িতে পৌঁছে যায় সিআইডির একটি দল। তবে দীর্ঘক্ষণ বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারেননি সিআইডি আধিকারিকরা। বাড়ির বাইরেই অপেক্ষা করেন তাঁরা। এরপরেই অভিষেকের বাড়িতে কাজ করেন এই আধিকারিকরা একটি নোটিস তদন্তকারী সংস্থার তরফে দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

ফালাকাটার বিধায়কের মন্ত্রিত্বে নতুন আশায় সাধারণ মানুষ

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনের পূর্ণ মন্ত্রিত্ব লাভকে ঘিরে সোমবার সন্ধ্যায় উৎসবের আবহ তৈরি হয় ফালাকাটা শহরজুড়ে। কলকাতায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়।আনন্দে আতশবাজি ফাটিয়ে এবং শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে এই সাফল্য উদযাপন করেন দলীয় কর্মীরা।বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনের পূর্ণ মন্ত্রিত্ব লাভে সাধারণ মানুষ ও দলীয় কর্মীদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। বিজেপির ফালাকাটা টাউন মণ্ডল সভাপতি চন্দ্রশেখর সিনহা বলেন,ফালাকাটার মানুষ বিজেপিকে বিপুল সমর্থন দিয়ে জয়যুক্ত করেছিলেন। বিধায়কের পূর্ণ মন্ত্রিত্ব লাভে সেই সমস্ত ভোটাররাও অত্যন্ত আনন্দিত।তিনি আরও জানান, নির্বাচনের আগে ফালাকাটার বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের কাছে যে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করবেন মন্ত্রী দীপক বর্মন।এলাকার রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নে আগামী দিনে আরও গতি আসবে বলেও আশাবাদী বিজেপি নেতৃত্ব।দীপক বর্মনের মন্ত্রিত্ব লাভকে কেন্দ্র করে ফালাকাটায় রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও উৎসাহ ও প্রত্যাশা বাড়তে দেখা গিয়েছে।

সুপ্রিম নির্দেশ মেনে মেটানো হবে বকেয়া ডিএ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কোর্টের নির্দেশ মেনেই সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ মেটানো হবে, যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠক শেষে সংগঠনের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ জানান, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অন্তত ৫০ হাজার পদে নিয়োগ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কাটমানি, থ্রেট কালচার প্রসঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। উল্লেখ্য, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা ৬০ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পান। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা পান ১৮ শতাংশ হারে। বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ডিএর ফারাক ৪২ শতাংশ। কর্মচারীদের সঙ্গে বৈঠকে এই ফারাক ধীরে ধীরে কমানোর আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ২২ জুন রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ বাজেটে এ বিষয়ে বড় ঘোষণা করা হতে পারে। আন্দোলনে সাসপেন্ডেড কর্মীদের বহালের আশ্বাসও দিয়েছেন শুভেন্দু।দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়তে সমস্ত রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা। তিনি জানান, কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ডিএ-র ফারাক ধীরে ধীরে মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ২২ জুন রাজ্য বাজেটে এই নিয়ে বড় ঘোষণা হতে পারে।

সোমবার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নবান্নে ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠক শেষে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ জানান, এই বৈঠকের পর তাঁরা সন্তুষ্ট। বকেয়া ডিএ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এই নিয়ে কাজ শুরু করতে মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবকে নির্দেশ দেন শুভেন্দু। ভাস্কর আরও জানান, এরিয়ারের শতাংশ নিয়ে মতানৈক্য ছিল, এনিয়ে ফের বৈঠকের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। জানুয়ারির মধ্যে সপ্তম পে কমিশন লাগুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারি কর্মচারী এমনকী অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। নিয়মিত যাতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সরকারি কর্মচারী সংগঠনের বৈঠক করা যায় সেই বিষয়ে প্রস্তাব দেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। এই নিয়ে রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে। দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন তৈরিতে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন সরকারি কর্মচারীরা। ভাস্কর আরও জানান, শূন্যপদে নিয়োগের জন্য আগামী ৭ তারিখের মধ্যে পরিকল্পনামাফিক নিয়োগ নীতি ঘোষণা করবে রাজ্য সরকার। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে অন্তত ৫০ হাজার পদে নিয়োগের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

(৩ পাতার পর)

শপথ নিলেন বাংলার নতুন ৩৫ মন্ত্রী, কারা হলেন পূর্ণমন্ত্রী

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। প্রথম দফায় ১৩ জন, তারপরে ১০ জন, শেষ দফায় ১২ জনের শপথ গ্রহণ।নবগঠিত বিজেপির মন্ত্রীসভায় পূর্ণমন্ত্রী হচ্ছেন দীপক বর্মন (ফালাকাটা), তাপস রায় (মানিকতলা), শঙ্কর ঘোষ (শিলিগুড়ি), মনোজ কুমার ওঁরাও (কুমারগ্রাম), অর্জুন সিং (নোয়াপাড়া), গৌরীশঙ্কর ঘোষ (মুর্শিদাবাদ), জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় (সিউড়ি), স্বপন দাশগুপ্ত (রাসবিহারী), চিকিৎসক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় (বিধাননগর), কল্যাণ চক্রবর্তী (খড়দহ), অরূপ কুমার দাস (কাঁথি দক্ষিণ), অজয় পোদ্দার (কুলটি) এবং দুধকুমার মণ্ডল (ময়ুরেশ্বর)।

স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর তালিকায় কাদের নাম?

স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে এদিন শপথ নিলেন মালতী রাভা রায় (তুফানগঞ্জ), রাজেশ মাহাতো (গোপীবল্লভপুর) এবং ইন্দ্রনীল খাঁ (বেহালা পশ্চিম)।

কারা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন?

প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন জোয়েল মুর্মু (হবিবপুর), হরেকৃষ্ণ বেরা (তমলুক), আনন্দময় বর্মণ (মাটিগাড়া), নকশালবাড়ি), অশোক দিন্দা (ময়না), নাদিয়ার চাঁদ বাউরি (পারা), বিশাল লামা (কালচিনি), শান্তনু প্রামাণিক (ভগবানপুর), মৌমিতা বিশ্বাস (বর্ধমান দক্ষিণ), উমেশ রাই (হাওড়া উত্তর), পূর্ণিমা চক্রবর্তী (শ্যামপুকুর), কৌশিক চৌধুরী (রায়গঞ্জ), ভাস্কর ভট্টাচার্য (শ্রীরামপুর), দিবাকর ঘরামী (সোনামুখী), অমিয় কিস্কু (নয়াগ্রাম), কলিতা মাজি (আউশগ্রাম), গার্গী দাস ঘোষ (কান্দি), বিরাজ বিশ্বাস (করণদীঘি), দীপঙ্কর জানা (কাকদ্বীপ) এবং সুমনা সরকার (বলাগড়)।

এবারের মন্ত্রিসভায় ৩৫ জন মন্ত্রীর মধ্যে মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা ৭। পূর্ব মেদিনীপুর থেকে মন্ত্রী হচ্ছেন ৫ জন। উত্তরবঙ্গ থেকে মন্ত্রী হলেন মোট ১০ জন, তাঁদের মধ্যে ক্যাবিনেট মন্ত্রী ৪ জন, স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন এবং প্রতিমন্ত্রী ৫ জন। অধ্যাপক, চিকিৎসক, শিক্ষক, সাংবাদিক, দলীয় সংগঠক, পরিচারিকা সমাজের সকল স্তরের মানুষই রয়েছেন এবারের মন্ত্রিসভায়।

সিনেমার খবর

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরলেন অমিতাভ, কী হয়েছিল অভিনেতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন ছাড়া পেয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রের বরাতে জানা গেছে, ৮৩ বছর বয়সী এই অভিনেতা রুটিন চেকআপের জন্য হাসপাতালে গিয়েছিলেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি সুস্থ অবস্থায় নিজের বাসভবনে ফিরে এসেছেন।

কয়েক দিন আগেই অমিতাভ বচ্চন তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ছবি শেয়ার করেছিলেন, যেখানে প্রতি রবিবারের মতো তার জুহু এলাকার বাসভবন 'জলসা'র বাইরে ভক্তদের ভালোবাসায় সিক্ত হতে দেখা যায় তাকে। প্রতি সপ্তাহান্তেই এই মেগাস্টারকে একনজর দেখার জন্য তার বাড়ির সামনে উপচে পড়ে ভক্তদের ভিড়। নিজের ব্যক্তিগত ব্লগে এই অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি লিখেছিলেন, ঘর থেকে যখন শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে দেখা করতে বের হই, তখন একধরনের সংশয় কাজ করে—তারা কি আসলেই সেখানে থাকবে? আমাকে কি তারা স্বাগত জানাবে? কিন্তু যখনই তাদের উল্লাস ও চিৎকার শুনি, তখন শরীরের শক্তি যেন বহুগুণ বেড়ে যায়। বয়স্ক মানুষ থেকে শুরু করে ছোট শিশু—সবার মুখে এত আনন্দ দেখে নিজের মনও ভরে ওঠে। সর্বশক্তিমানের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এর আগে গত সপ্তাহে গভীর রাতে জেগে থাকার এবং পর্যাপ্ত ঘুমাতে না পারার অভিজ্ঞতাও ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন বিগ বি। তিনি লিখেছিলেন, কাজের চাপের কারণে রাতের পর সকাল গড়িয়ে গেলেও ঘুম আসে না। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে এটি মোটেও ঠিক নয়, অন্তত সাত ঘণ্টা ঘুমানো উচিত। কারণ ঘুমের সময়ই শরীর নিজেকে পুনর্গঠন ও মেরামত করে। তবে রাতের নীরবতায় যখন স্লাইড গিটার বা সেতারের শান্ত শাস্ত্রীয় সুর শুনি, তখন আত্মার গভীর এক প্রশান্তি আসে। সংগীতের এই সুরই যেন আত্মাকে সর্বশক্তিমানের সঙ্গে যুক্ত করে।

পর্দায় অমিতাভ বচ্চনকে সবশেষ ২০২৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত দুটি বড় চলচ্চিত্রে দেখা গেছে। এর মধ্যে একটি ছিল রজনীকান্তের সঙ্গে তামিল অ্যাকশন ড্রামা 'ভেত্তাইয়ান' এবং অন্যটি নাগ অশ্বিন পরিচালিত ব্লকবাস্টার 'কাল্কি ২৮৯৮ এডি', যেখানে অশ্বত্থামা চরিত্রে তার অভিনয় বিশ্বজুড়ে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। বর্তমানে হায়দরাবাদে 'কাল্কি ২৮৯৮ এডি'-এর সিক্যুয়েলের শুটিং চলছে এবং এর মাধ্যমে আবারও রুপালি পর্দায় হাজির হতে যাচ্ছেন এই অভিনয় সম্রাট।

নতুন গল্পে ফিরছে আমির খানের 'থ্রি ইডিয়টস'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় ও ব্যবসাসফল সিনেম 'থ্রি ইডিয়টস এবার ফিরছে সিক্যুয়েল আকারে। শোনা যাচ্ছে, অভিনেতা আমির খান ইতোমধ্যেই সিনেমাটির কাজ শুরু করেছেন, যা এখন প্রি-প্রোডাকশনের পর্যায়ে রয়েছে। ২০০৯ সালের এই ব্লকবাস্টার সিনেমাটি ভারতীয় সিনেমায় এক যুগান্তকারী অবস্থান তৈরি করেছিল। শিক্ষা ব্যবস্থা, বন্ধুত্ব এবং সামাজিক চাপকে কেন্দ্র করে নির্মিত এ সিনেমা দর্শকের হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলে। এবার সেই গল্পকেই নতুন রূপে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা চলছে। ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সিক্যুয়েলে আগের মূল তিন অভিনেতা আমির খান আর মাধবান ও শারমান যোশী তাদের চরিত্রে আবারও ফিরতে পারেন। তবে এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। নতুন সিনেমায় একটি বড় 'টাইম জাম্প' থাকবে বলে জানা গেছে। অর্থাৎ, গল্পটি আগের সিনেমার ঘটনার অনেক বছর পর বা আগে, ভিন্ন এক সময়পর্বে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। তবে ঠিক কোন সময়কে কেন্দ্র করে গল্প এগোবে, তা এখনো গোপন রাখা হয়েছে। এমনকি সূত্র বলছে, পুরো কাহিনির পরিকল্পনা এখনো শুধুমাত্র আমির খানই জানেন। এদিকে পরিচালকের আসনে আবারও ফিরতে পারেন রাজকুমার হিরানি, যিনি মূল সিনেমাটি পরিচালনা করেছিলেন। তবে কাস্ট, শুটিং শুরুর সময় কিংবা মুক্তির তারিখ, এ বিষয়ে এখনো কোনো অফিসিয়াল ঘোষণা আসেনি। ২০০৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'থ্রি ইডিয়টস' মুক্তির পরই ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। এ সিনেমায় আমির খানের 'রাঞ্ছো' চরিত্রটি আজও দর্শকের কাছে সবচেয়ে স্মরণীয় চরিত্রগুলোর একটি। পাশাপাশি করিনা কাপুর খান, বোমান ইরানি ও মোনা সিংয়ের অভিনয়ও এটিকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেয়।

একসঙ্গে পর্দায় প্রিয়াঙ্কা ও নিক!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড ও হলিউড-দুই অঙ্গনেই সমান জনপ্রিয় প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং তার স্বামী মার্কিন সংগীতশিল্পী নিক জোনাস। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের রোমান্টিক মুহূর্ত, ফ্যাশনেবল উপস্থিতি কিংবা মেয়ে মালতির সঙ্গে পারিবারিক ছবি নিয়মিতই ভক্তদের মন কাড়ে। তবে দীর্ঘদিন ধরেই অনুরাগীদের মনে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, কবে এই তারকা দম্পতিকে একসঙ্গে বড় পর্দায় দেখা যাবে?

সম্প্রতি সেই সম্ভাবনার ইঙ্গিতই যেন দিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ভারতীয় গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, নিক জোনাসের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা তার অনেকদিনের। এমনকি ভবিষ্যতে তারা একসঙ্গে কোনো সিনেমায়ও অভিনয় করতে পারেন বলেও আশা প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা বলেছিলেন, 'এটা হিন্দি সিনেমা হবে কি না জানি না, কিন্তু আমি আর নিক একসঙ্গে কাজ করছি। এখন আমরা একসঙ্গে বিভিন্ন শো প্রযোজনা করছি, নতুন নতুন কনটেন্ট তৈরি করছি। ভবিষ্যতে সেটি অভিনয়ে গড়াতে পারে। আমরা রোমান্টিক চরিত্রে থাকব কি না জানি না, তবে একসঙ্গে কাজ করব, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

এ মন্তব্যের পর থেকেই ভক্তদের কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। কারণ বাস্তব জীবনে জনপ্রিয় এ জুটিকে একসঙ্গে পর্দায় দেখার স্বপ্ন অনেকদিন ধরেই দেখছেন দর্শকরা। বিশেষ করে কোনো বলিউড বা হিন্দি সিনেমায় তাদের একসঙ্গে দেখার সম্ভাবনা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নিয়মিত আলোচনা হয়।

এদিকে ২০২৬ সালে এসে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। হলিউডে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করার পর তিনি আবারও ভারতীয় সিনেমায় ফিরছেন বড় এক প্রজেক্টের মাধ্যমে। বর্তমানে তিনি ব্যস্ত রয়েছেন 'বারানসি' সিনেমার শুটিং নিয়ে। তেলেগু ভাষার এ মহাকাব্যিক অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার সিনেমা পরিচালনা করছেন এস এস রাজামৌলি। এতে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আরও অভিনয় করছেন মহেশ বাবু এবং পৃথিরাজ সুকুমার। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন প্রকাশ রাজ। ইতোমধ্যেই সিনেমাটি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে ভক্তরা এখনো অপেক্ষা করছেন বহু আলোচিত 'জি লে জারা' সিনেমার জন্য, যেখানে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে দেখা যাবে আলিয়া ভাট এবং ক্যাটরিনা কাইফকে।

ব্যাঙ্গালুরু বনাম পিএসজি : ক্রিকেট-ফুটবলে দুই ক্লাবের সফলতার মেলবন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

খেলাধুলার ইতিহাসে কিছু শিরোপা থাকে, যা শুধু একটি ট্রফি নয় বরং বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা অপেক্ষা, হতাশা, সমালোচনা এবং স্বপ্নের প্রতীক হয়ে ওঠে। ২০২৬ সালটি এমনই এক বছর, যেখানে দুটি জনপ্রিয় ক্লাব নিজেদের দীর্ঘদিনের আক্ষেপ ঘুচিয়ে ইতিহাসের পাতায় নতুন অধ্যায় লিখেছে।

একদিকে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) টানা দ্বিতীয়বার শিরোপা জিতেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি), অন্যদিকে ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ট্রফি উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে বহু বছরের স্বপ্ন পূরণ করেছে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই।

এক সময় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ছিল 'প্রতিভাবান কিন্তু দুর্ভাগা' দলের প্রতীক। একের পর এক তারকা ক্রিকেটার থাকলেও শিরোপা ছিল অধরা। আইপিএলের ইতিহাসে মোট পাঁচবার ফাইনালে উঠে, তিনবারই হতাশ হতে হয়েছে দলটিকে। তবে গত দুই মৌসুমে বদলে গেছে সেই চিত্র।

সুশৃঙ্খল দল গঠন, কার্যকর নেতৃত্ব এবং চাপের মুহূর্তে দৃঢ় মানসিকতার কারণে টানা দুইবার আইপিএল জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছে বেঙ্গালুরু। দীর্ঘদিন ধরে দলের সঙ্গে থাকা ক্রিকেটারদের জন্যও এটি বিশেষ অর্জন। সমর্থকদের চোখে এটি কেবল একটি ট্রফি নয়, বরং বছরের পর বছর ধরে লালিত স্বপ্নের বাস্তব রূপ।

অন্যদিকে, ফরাসি ক্লাব প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের গল্পও অনেকটা একই রকম। বিপুল বিনিয়োগ, বিশ্বমানের তারকা এবং দেশীয় ফুটবলে একচ্ছত্র আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট বারবার হাতছাড়া হয়েছে তাদের।

কখনও নাটকীয় পরাজয়, কখনও অপ্রত্যাশিত বিদায়- চ্যাম্পিয়নস লিগ যেন পিএসজির জন্য এক অভিশপ্ত মঞ্চে পরিণত হয়েছিল। অবশেষে সেই অভিশাপ ঘুচিয়ে টানা দুইবার চ্যাম্পিয়নস লীগের শিরোপা জিতে ইতিহাসে নিজেদের নাম লিখিয়েছে। তরুণ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সমন্বয় এবং কোচের কৌশলগত দক্ষতায় ইউরোপের সেরা হওয়ার স্বাদ পেয়েছে প্যারিসের ক্লাবটি।

দলগত শক্তিকে গুরুত্ব

দুই দলের সাফল্যের মধ্যে একটি বড় মিল রয়েছে। অতীতে তারা ব্যক্তিগত তারকাখ্যাতির ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে উভয় ক্লাবই দলগত শক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছে।

বেঙ্গালুরু যেমন ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে ভারসাম্যপূর্ণ দল গড়ে তুলেছে, তেমনি পিএসজিও শুধুমাত্র তারকা খ্যাতি সম্পন্ন খেলোয়াড় সংগ্রহের পরিবর্তে কার্যকর ও প্রতিযোগিতামূলক স্কোয়াড তৈরির দিকে মনোযোগ দিয়েছে। এর ফলই এসেছে সবচেয়ে বড় মঞ্চে।

সমর্থকদের ধৈর্যের পুরস্কার

ক্রীড়াঙ্গনে সাফল্যের পেছনে সমর্থকদের অবদানও কম নয়। বছরের পর বছর ব্যর্থতার পরও বেঙ্গালুরু এবং পিএসজির সমর্থকেরা দল ছাড়েননি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উপহাস, প্রতিপক্ষের কটাক্ষ কিংবা হতাশাজনক ফল- সবকিছুর মধ্যেও তারা আস্থা রেখেছেন নিজেদের প্রিয় দলের ওপর। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটেছে। টানা শিরোপা জয় যেন তাদের ধৈর্য ও বিশ্বাসেরও স্বীকৃতি।

টানা দুইবার আইপিএল জিতে বেঙ্গালুরু প্রমাণ করেছে যে তারা এখন আর শুধুমাত্র জনপ্রিয় দল নয়, বরং ধারাবাহিক চ্যাম্পিয়ন। অন্যদিকে টানা দুইবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের মাধ্যমে পিএসজি ইউরোপীয় ফুটবলে নিজেদের নাম লিখিয়েছে ইতিহাসে।

কঙ্গো ফুটবল দলকে স্বস্তি দিল যুক্তরাষ্ট্র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইবোলা ভাইরাসের সংক্রমণজনিত কঠোর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর (ডিআর কঙ্গো) ফুটবল দলকে আসন্ন বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার জন্য দেশে প্রবেশের অনুমতি দেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সম্প্রতি ইবোলার প্রাদুর্ভাবের কারণে গত ২১ দিনের মধ্যে ডিআর কঙ্গো, উগান্ডা বা দক্ষিণ সুদান ভ্রমণ করেছেন এমন অ-মার্কিন নাগরিকদের ওপর যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে ফুটবল বিশ্বকাপের মতো মহোৎসবের কথা বিবেচনা করে কঙ্গো জাতীয় দলের জন্য এই নিয়মে বিশেষ ছাড় দেওয়া হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কঙ্গো দল যাতে নির্বিঘ্নে বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারে তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে প্রশাসন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ইবোলা কবলিত তিনটি দেশের মধ্যে কেবল কঙ্গোই বিশ্ব ফুটবলের এই মর্যাদাপূর্ণ আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তাছাড়া দলটি ইতিমধ্যে ইউরোপে অবস্থান করে অনুশীলন চালাচ্ছে, যার ফলে ২১ দিনের নিয়মটি হয়তো তাদের ওপর এমনিতেও প্রযোজ্য হতো না। তবে খেলোয়াড়রা যদি সাম্প্রতিক সময়ে নিজ দেশে অবস্থান করে থাকেন, তবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাদের সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের মতোই কঠোর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্ক্রিনিংয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

প্রশাসন স্পষ্ট করে জানিয়েছে, কঙ্গোর ফুটবল দল এই বিশেষ ছাড় পেলেও সাধারণ ফুটবলপ্রেমী বা দর্শকদের জন্য এই নিয়ম শিথিল করা হবে না। অর্থাৎ, খেলা দেখার জন্য কঙ্গো থেকে আসা সাধারণ সমর্থকরা এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছেন না। আগামী ১১ জুন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে শুরু হতে যাচ্ছে ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল। এই টুর্নামেন্টে আগামী ১৭ জুন টেক্সাসে পর্তুগালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নিজেদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ডিআর কঙ্গো।

চেক বাউন্স মামলায় বেকসুর খালাস শামি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঘরোয়া ক্রিকেট ও আইপিএলে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে নিজের দক্ষতার প্রমাণ রাখলেও সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দলে সুযোগ পাননি মোহাম্মদ শামি। আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজেও তাকে বিবেচনা করেনি নির্বাচক কমিটি। তবে মাঠের বাইরের এক মামলায় স্বস্তি পেলেন এই ভারতীয় পেসার।

তার বিরুদ্ধে করা চেক বাউন্স মামলায় বুধবার বেকসুর খালাস পেয়েছেন শামি। দীর্ঘ চার বছর ধরে মামলাটি আলিপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে চলছিল। আদালত জানায়, শামির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

এই মামলা দায়ের করেছিলেন তার স্ত্রী হাসিন জাহান। ২০১৮ সালে তিনি অভিযোগ করেন, সংসার খরচের জন্য দেওয়া এক লক্ষ টাকার একটি চেক ব্যাংকে জমা দিলে তা বাউন্স করে। এরপর তিনি আদালতের শরণাপন্ন হন।

এছাড়া শামি ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে আরও একাধিক অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল। তবে চেক বাউন্স মামলায় পর্যাপ্ত প্রমাণ না পাওয়ায় আদালত তাকে খালাস দেয়।

বর্তমানে আইপিএলে লখনৌ সুপার জায়ান্টস-এর হয়ে খেলছেন শামি। মাঠের বাইরের নানা আইনি জটিলতার মধ্যেও তিনি নিয়মিত আলোচনায় ছিলেন।

এদিকে শামি ও হাসিন জাহানের মধ্যে ভরণপোষণ সংক্রান্ত মামলা এখনো চলমান। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, শামি প্রতি মাসে হাসিন জাহানকে দেড় লাখ টাকা এবং মেয়ের খরচের জন্য আড়াই লাখ টাকা দিয়ে থাকেন।

নিজের পরিস্থিতি নিয়ে শামি বলেছেন,সব কিছু মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তবুও আমি চেষ্টা চালিয়ে যাই।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR